যুগান্তর

দৈনিক [illegible]

তারিখ ... 11 MAY 2003
পৃষ্ঠা ...

এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতিতে বড় পরিবর্তন আসছে

ক্লাসভিত্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত পরীক্ষার আলোকে ফলাফল তৈরি হবে

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ,

এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে ক্লাসভিত্তিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অর্থাৎ ক্লাসভিত্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত পরীক্ষার আলোকে ফলাফল তৈরি করা হবে। ২০০৬ সাল থেকে এই নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া হবে। আগামী বছর যারা নবম শ্রেণীতে ভর্তি হবে তারা এই পদ্ধতির আওতায় আসবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। নতুন পদ্ধতিতে বিষয়ভিত্তিক ১০০ নম্বরের মধ্যে ৩৬ নম্বর বরাদ্দ থাকবে ক্লাসভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য। ছাত্রছাত্রীদের

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

পরীক্ষা : এসএসসি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের ওপর এ মূল্যায়ন হবে। বাকি ৬৪ নম্বরের চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে প্রচলিত পদ্ধতিতে। বর্তমানে এসএসসি ও এইচএসসিতে ২৫ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়া হয়। তবে নতুন পদ্ধতির সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ অনার্সের ইনকোর্স পদ্ধতি। এতে ১০০ নম্বরের বিষয়ের ৩০ নম্বর ইনকোর্স পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়িত হয়। মূলত নকলপ্রবণতা হ্রাস, শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিতি ও লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি, নেতৃত্বদানে দক্ষ করে তোলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা– সর্বোপরি ছাত্র-শিক্ষক অন্তঃসম্পর্ক বাড়ানোর মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল করাই এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রণয়নের উদ্দেশ্য। এর ফলে শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের দায়দায়িত্বও বৃদ্ধি পাবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাই ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। তবে এ কমিটিতে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক থাকবেন এক্সটার্নাল হিসেবে। এ লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের টার্ম পেপার লিখতে হবে, থাকবে গ্রুপ ওয়ার্ক ও নানা ধরনের প্রজেক্ট। ক্লাসে উপস্থিতি, একাডেমিক পারফরমেন্স, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের যোগ্যতাসহ শিক্ষা এবং সহশিক্ষার মার্কিং বিবেচনায় শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন করবেন। জানা গেছে, বিশ্বব্যাংক দেশের বৃহৎ পাবলিক পরীক্ষায় ক্লাসভিত্তিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রচলনের সুপারিশ করেছে। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। এ ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদের সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এর আগে ১৯৯২ সালে অবজেকটিভ পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছিল। পর পর দু'বছর ৫০০ অবজেকটিভ প্রশ্নের নমুনা প্রশ্ন ব্যাংক থেকে বিষয়ভিত্তিক ৫০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যাহত হয়। পরে সিলেবাসের যে কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন করার বিধান করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রচলন করা হয়। সম্প্রতি ঐ পদ্ধতিতে এক দফা সংস্কার করা হয়েছে। এ বছর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতেও এ পদ্ধতি চালু হচ্ছে।

ক্লাসভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষা ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তবে এজন্য শিক্ষকদের আরও দক্ষ করে তোলা প্রয়োজন। আর নিরপেক্ষভাবে দুর্নীতিমুক্ত থেকে মূল্যায়ন করা কতটা সম্ভব হবে সে ব্যাপারে শিক্ষকরাও সন্দিহান। সম্প্রতি শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের এক সম্মেলনে এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের উদ্যোগের কথা জানিয়ে কলেজেও তা চালু করা যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে বলেন। অনেক শিক্ষকই সেখানে এক-তৃতীয়াংশ নম্বরের পরিবর্তে শতকরা ১০ থেকে সর্বোচ্চ ২০ ভাগ বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে বলে অভিমত দেন। নতুন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা সভায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনও এক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার অনুরূপ ২৫ নম্বর বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সব সদস্য যেহেতু ৩৬ নম্বর বরাদ্দের পক্ষে মত দিয়েছেন তাই সেটাই চূড়ান্ত করা হয়।

এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন জানান, নতুন পদ্ধতি খুবই সময়োপযোগী। তবে মূল্যায়নের জন্য যে দক্ষতা ও নৈতিকতা প্রয়োজন শিক্ষক সমাজের মান সে পর্যায়ে আসেনি বলে তিনি মন্তব্য করেন।